খ) প্রাতিষ্ঠানিক এবং পেশাগত ক্ষমতা ব্যবহার করে কারো সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করা

গ) যৌন হয়রানী বা নিপীড়ণমূলক উক্তি

ঘ) যৌন সুযোগলাভের জন্য অবৈধ আবেদন

ঙ) পর্ণোগ্রাফী দেখানো

চ) যৌন আবেদনমূলক মন্তব্য বা ভংগি

ছ) অশালীন ভংগি, যৌন নির্যাতনমূলক ভাষা বা মন্তব্যের মাধ্যমে উক্ত্যক্ত করা, কাউকে অনুসরণ করা বা পিছন পিছন যাওয়া, যৌন ইংগিতমূলক ভাষা ব্যবহার করে ঠাট্টা বা উপহাস করা

জ) চিঠি, টেলিফোন, মোবাইল, এসএমএস, ছবি, নোটিশ, কার্টুন, বেঞ্চ, চেয়ার-টেবিল, নোটিশ বোর্ড, ফ্যাক্টরী, শ্রেণীকক্ষ, বাথরুমের দেয়ালে যৌন ইংগিতমূলক, অপমানজনক কোন কিছু লেখা

ঝ) ব্যাকমেইল অথবা চরিত্র লংঘণের উদ্দেশ্যে স্থির অথবা চলমান চিত্র ধারণ করা

ঞ) যৌন নিপীড়ণ বা হয়রানীর কারণে খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক, প্রাতিষ্ঠানিক এবং শিক্ষাগত কার্যক্রমে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকতে বাধ্য হলে

ট) প্রেম নিবেদন করে প্রত্যাখ্যাত হয়ে হুমকি দেয়া বা চাপ প্রয়োগ করা।

হাইকোর্টের রায় অনুযায়ী যতদিন পর্যন্ত অশালীন আচরণের জন্য নূতন কোন আইন না হয় ততদিন এ রায় আইন হিসাবে প্রযোজ্য হবে।

অশালীন আচরণ প্রতিরোধে করণীয়:

আমাদের দেশের মেয়েরা অশালীন আচরণের সম্মুখীন হলে সাধারণত লোকলজ্জার ভয়ে কাউকে বলেনা। কষ্ট পায়, গোপনে চোখের জল ফেলে আর এভাবেই মনের অজান্তেই একজন দুস্কৃতিকারীকে প্রশ্রয় দেয়। কখনো কাউকে বললেও দেখা যায় মেয়েটিকেই ভুল বোঝে, লম্পট পুরুষটিকেই রক্ষা করতে সবাই উদগ্রীব হয়ে পড়ে। এটি অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিষয় বলে বেশীরভাগ সময় কেউ মুখ খুলতে সাহস পায়না। ফলে অপরাধীরা সহজে পার পেয়ে যায়। এভাবেই সমাজে দিন দিন নারী ধর্ষণ, নারী নির্যাতন- সহিংসতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। সমাজের এহেন অবস্থায় এষর সহিংসতা, হয়রানী এবং যৌন নির্যাতন বন্ধে পৃথক ও কঠোর আইন প্রণযন করা জরুরি প্রযোজন। এছাড়া নারীদের সচেতনতা বৃদ্ধি, জন সচেতনতা ও জনমত গঠন এবং প্রতিরোধ গড়ে তোলা প্রয়োজন।

আপনি অশালীন আচরণের সম্মুখীন হলে যা করবেন:

- কেউ আপনার সাথে কোন অমর্যাদাকর আচরণ করলে সাথে সাথে প্রতিবাদ করুন। ঐ সময় কেউ পাশে থাকলে তাকে সাক্ষী রাখুন।
- আপনার সহকর্মী বা উর্ধতন কর্তৃপক্ষকে জানান।
- কর্মস্থলে ইউনিয়ন থাকলে ইউনিয়নকে জানান।
- আপনার এলাকায় নারী অধিকার, মানবাধিকার সংগঠনের কোন অফিস থাকলে সেখানে অভিযোগ করুন। বিভিন্ন জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের নারী কমিটির নেতৃত্বকে জানান।
- শ্রম পরিদর্শকের কাছে লিখিত অভিযোগ জানাতে পারেন।
- নির্যাতনকারীর বিরূদ্ধে আপনি মামলা করতে পারেন।
- অশালীন আচরন, যৌন হয়রানী ও সহিংসতা বন্ধে আইন প্রণয়নের দাবীতে সোচ্চার হোন।

মনে রাখবেন

- অপরাধী যত বড় মানুষই হোন না কেন আইনের আওতার বাইরে কেউ নন।
- অশোভন আচরণকারী শুধুমাত্র নিজেকেই ছোট করেনা, সে তার কর্মস্থলের পরিবেশ কলুষিত করে, অন্যান্য সহকর্মী এবং প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তি নষ্ট করে।

সংগঠিত হোন

সংগঠিতভাবে অন্যায়ের প্রতিবাদ করুন

একমাত্র সংগঠিত শক্তিই পারে যে কোন অন্যায়ের বিরূদ্ধে রুখে দাড়াতে

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ- বিল্‌স
BANGLADESH INSTITUTE OF LABOUR STUDIES-BILS
বিল্‌স/এলওএফটিএফ প্রকল্প
বাড়ি # ২০ (৪র্থ তলা) সড়ক ১১ (নতুন), ৩২ (পুরাতন) ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা-১২০৯
ফোন: ৯১৪৩২৩৬, ৯১২০০১৫, ফ্যাক্স: ৫৮১৫ ২৮১০, ই-মেইল bils@citech.net, www.bilsbd.org

নারীর প্রতি যে কোন ধরণের সহিংসতা অশালীন আচরণ ও যৌন নির্যাতন সভ্যতার পরিপন্থী এবং মানবাধিকারের সুস্পষ্ট লংঘণ

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ- বিল্‌স
BANGLADESH INSTITUTE OF LABOUR STUDIES-BILS

www.bilsbd.org

আপনার সহকর্মীর প্রতি সম্মানজনক আচরণ করুন

পৃথিবীতে সেই জাতি সবচেয়ে সভ্য ও উন্নত জাতি হিসেবে বিবেচিত হয়, যেখানে নারীর মানবাধিকারকে বেশী সম্মান প্রদর্শন করা হয়।

আমাদের সমাজে নারী সবচেয়ে বেশী যে অনাকাংখিত অবস্থার সম্মুখিন হয়, তা হচ্ছে অশালীন আচরণের। আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় নারীর প্রতি অশালীন আচরণ যে অন্যায় এবং নিজের ও সমাজের জন্য অসম্মানজনক, বেশীরভাগ মানুষই তা গুরুত্ব দিয়ে অনুভব করে না। বরং এটাকে অনেকটা হাসি তামাসা বা খুব সাধারণ ঘটনা বলে মনে করে। কিন্তু বাংলাদেশের আইনে এসকল কাজকে দন্ডনীয় অপরাধ বলে গণ্য করা হয় ।

দেশে প্রায় দুই কোটি নারী বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে কর্মরত রয়েছে। এই বিপুল সংখ্যক নারীর কর্মক্ষেত্রে নানাবিধ সমস্যার মধ্যে একটি অন্যতম হচ্ছে কর্মস্থলে তাদের প্রতি অমর্যাদাকর ও অশোভন আচরণ। অনেক সময় তারা সহিংসতা এবং যৌন নির্যাতনেরও শিকার হচ্ছে।

কর্মস্থলে নারী বিভিন্ন ধরণের অশালীন আচরণ, যৌন হয়রানী, দূর্ব্যবহার এবং হয়রানীমূলক কর্মকান্ডের শিকার হয়ে থাকে। এ সমস্ত আচরণ যেমন অমানবিক, মানবাধিকারের লংঘণ তেমনি এ ধরণের আচরণে নারীর স্বাভাবিক মনস্তত্বিক বিকাশে বিঘ্ন ঘটে এবং কর্মস্পৃহা নষ্ট করে দেয়। নারীই যে শুধুমাত্র ক্ষতিগ্রস্থ হয় তা নয় প্রতিষ্ঠানের উৎপাদনশীলতাও কমে যায় এবং দক্ষ জনবল তৈরি বাধাগ্রস্থ হয়। এসকল অমর্যাদাকর ও অমানবিক আচরণের ফলাফল শুধুমাত্র কর্মক্ষেত্র বা অর্থনীতির ওপরই প্রভাব পড়ে না সমাজেও এর মারাত্নক ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে। কর্মক্ষেত্রে নারী যে সকল আচরণের সম্মুখীন হয় তা নিম্নরূপ:

অশালীন আচরণ ও যৌন হয়রানী:

যে আচরণ কোন নারীর প্রতি শোভন, তার বিপরীত হলে তাকে অশালীন বলা যায়। নারীর শ্লীলতাহানির উদ্দেশ্যে যে কোন কথা, অঙ্গ-ভঙ্গি বা কাজ করাই অশালিন । যৌন হয়রানীর শিকার নারী কর্মীরা সাধারনত প্রতিবাদ করেননা বা মান সম্মানের অহেতুক ভীতির কারণে কাউকে প্রকাশ করেননা। সাধারণত কর্মস্থলে নারী কর্মীগণ যে ধরনের অশালীন আচরণ এবং যৌন হয়রানীর শিকার হন তা হলো:

যেমন: চোখ টিপ মারা, গায়ের কোন অঙ্গে খোঁচা মারা, কুরুচিপূর্ণ অঙ্গ-ভঙ্গি বা ইংগিত করা, অশ্লীল ছবি বা ভিডিও দেখানো, অসৎ উদ্দেশ্যে ভয়-ভীতি প্রদর্শন, টেলিফোনে বিরক্ত করা, মোবাইলে আজে-বাজে বার্তা বা ছবি পাঠানো, কু-প্রস্তাব দেওয়া বা মন্তব্য করা, সংক্ষিপ্ত বা উগ্রতা প্রকাশ পায় এমন পোশাক পড়তে বলা, নিজের ব্যক্তিগত জীবনের অতৃপ্তির কথা বলা, জোর করে চুমু দেওয়া এবং অহেতুক সামনে বসিয়ে রেখে রূপ-গুণের প্রশংসা করা কিংবা বিরক্ত করা, ধর্ষণ করা ইত্যাদি।

কর্মক্ষেত্রে দূর্ব্যবহার:

দূর্ব্যবহার কথাটাকে সংজ্ঞা দিয়ে বুঝানো যাবেনা। সাধারণত: বলা যায় যে, যে ব্যবহার কিংবা আচরণ মানুষকে ক্ষুব্ধ কিংবা আহত করে -তা'ই দূর্ব্যবহার।

কর্মক্ষেত্রে নারী শ্রমিক কর্মচারীদের সাথে দূর্ব্যবহার বলতে নিম্মোক্ত আচরণগুলোকে বুঝানো হয়ে থাকে - যেমন: অশ্রাব্য গালি-গালাজ করা, ধমকের সুরে কথা বলা, চোখ রাঙ্গানো, কথা বলার বা কথা শোনারও সুযোগ না দেওয়া, কোন অভিযোগ বা পরামর্শের গুরুত্ব না দেওয়া, কাজের অবমূল্যায়ন করা ইত্যাদি।

হয়রানীমূলক কর্মকান্ড:

কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে বা কোন বিশেষ ব্যক্তি স্বার্থের জন্য শ্রমিক- কর্মচারীদেরকে যদি কোন কাজ করতে বাধ্য করা হয় কিংবা কোন সুযোগ থেকে বিরত বা বঞ্চিত করা হয় - সে সকল কর্মকান্ডকেই সাধারণত: হয়রানীমূলক কর্মকান্ড বলা হয়ে থাকে। যেমন-

ক. টয়লেটে যেতে অনুমতি দানে বিরত রাখা বা দেরী করে অনুমতি দেওয়া

খ. প্রয়োজন নেই, তারপরও ইচ্ছাকৃতভাবে একশাখা থেকে অন্য শাখায় বদলী করা

গ. ছুটির পর সবাই কর্মস্থল ত্যাগ করলেও - কাউকে বভিন্ন ছল-ছুতায় আটকিয়ে রাখা

ঘ. যথাসময়ে ছুটি না দেওয়া

ঙ. সামান্য কারণে বেতন কেটে নেওয়া

চ. জোর করে ওভারটাইম করানো

ছ. কাজ করার পরও ওভারটাইম ভাতা না দেওয়া বা বিলম্ব করা

জ. কথায কথায় চাকুরি চ্যুতির হুমকি দেয়া

অশালীন আচরণের শাস্তি:

অশালীন আচরণ শাস্তিযোগ্য অপরাধ। বিভিন্ন আইনে এ ধরণের আচরণকারীর জন্য শাস্তির বিধান রয়েছে। অশালীন আচরণ সম্পর্কিত আইনসমূহ এখানে সংক্ষেপে আলোচিত হলো:

বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬

বাংলাদেশ শ্রমআইন ২০০৬ এ কর্মক্ষেত্রে যে কোন ধরণের অশালীন এবং অভদ্রজনিত আচরণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। শ্রম আইনের ৩৩২ ধারায় বলা হয়েছে যে, " কোন প্রতিষ্ঠানের কোন কাজে কোন মহিলা নিযুক্ত থাকিলে, তিনি যে পদমর্যাদারই হোন না কেন, তার প্রতি উক্ত প্রতিষ্ঠানের অন্য কেহ এমন কোন আচরণ করিতে পারিবেন না যাহা অশীল কিংবা অভদ্র জনোচিত বলিয়া গণ্য হইতে পারে, কিংবা যাহা উক্ত মহিলার শালীনতা ও সম্ভ্রমের পরিপন্থী"।

শ্রম আইন অনুযায়ী অশালীন আচরণকারী ৩ মাস কারাদন্ড বা ২৫ হাজার টাকা জরিমানা অথবা উভয় দন্ডে দন্ডণীয় হবেন।

বাংলাদেশ দন্ডবিধি

বাংলাদেশের দন্ডবিধি আইনের ৩৫৪ ধারায় অশালীন আচরণ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, 'যে ব্যাক্তি কোন নারীর শালীনতা নষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে বা সে উহার দ্বারা তাহার শালীনতা নষ্ট করিতে পারে জানিয়া তাহাকে আক্রমন করে, বা তাহার প্রতি অপরাধমূলক বলপ্রয়োগ করে, সেই ব্যাক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদন্ডে যাহার মেয়াদ দুই বছর পর্যন্ত হইতে পারে কিংবা অর্থদণ্ড বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবে'

দন্ডবিধির ৫০৯ ধারায় বলা হয়েছে - যদি কোন ব্যক্তি কোন নারীর শীলতাহানির উদ্দেশ্যে সে নারী যাহাতে শুনিতে পায় এমনভাবে কোন কথা বলে বা শব্দ করে কিংবা সে নারী যাহাতে দেখিতে পায় এমনভাবে কোন অঙ্গভঙ্গি করে বা কোন বস্তু প্রদর্শন করে, কিংবা অনুরূপ নারীর গোপনীয়তা অনধিকার লংঘণ করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি এক বৎসর পর্যন্ত যে কোন মেয়াদের বিনাশ্রম কারাদন্ড কিংবা অর্থদন্ডে, কিংবা এতদুভয় দন্ডেই দন্ডিত হইবে।

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ (সংশোধিত ২০০৩)

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন এর ১০ ধারা অনুযায়ী অপরাধী পুরুষকে সর্বনিম্ন ৩ বৎসর এবং সর্বোচ্চ ১০ বছরের কারাদন্ডের বিধান রয়েছে। এর অতিরিক্ত হিসাবে অপরাধী অর্থদন্ডেও দণ্ডনীয় হবে

জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা ২০১১

জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালার অন্যতম লক্ষ্য: 'পারিবারিক ও সামাজিক পর্যায়ে এবং কর্মক্ষেত্রে নারীর প্রতি শারিরীক, মানসিক এবং যৌন নিপীড়ণ , নারী ধর্ষণ যৌতুক পারিবারিক নির্যাতন,এসিড নিক্ষেপসহ নারীর প্রতি সকল প্রকার সহিংসতা দূর করা' (১৯.১ ধারা)

হাইকোর্টের রায়:

নারীর প্রতি অমর্যাদাকর আচরণ, যৌন হয়রানী বন্ধে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রায় দেয় মহমান্য হাইকোর্ট।

১৪ মে ২০০৯ ইং তারিখে সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট ডিভিশন জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতির মামলা দায়েরের পরিপ্রেক্ষিতে কর্মক্ষেত্র, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সকল সরকারী, বেসরকারী, আধা সরকারী অফিস এবং সকল ধরণের প্রতিষ্ঠানে নারীর প্রতি যৌন নিপীড়ণ প্রতিরোধে একটি দিকনির্দেশনামূলক রায় ঘোষণা করেন।

হাইকোর্টের রায় অনুযায়ী নিম্নোক্ত যেকোন কাজই যৌন নিপীড়ণের আওতায়-

ক) অনাকাংখিত যৌন আবেদনমূলক আচরণ (সরাসরি কিংবা ইংগিতে) যেমন: শারিরীক স্পর্শ বা এ ধরণের প্রচেষ্টা